বিএনপি সমর্থিত বনাম জামায়াত-বিএনপি মিশ্র প্যানেল; লড়াইয়ে ১৪ প্রার্থী

আজ মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের নির্বাচন। মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টায় শুরু হবে ভোট গ্রহণ, চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

দুটি প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন ১৪ জন। তবে দীর্ঘ আওয়ামী শাষণের পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ নির্বাচন। নির্বাচনে দুটি প্যানেলের একটিতে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল, অপরটি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত মিশ্র প্যানেল গঠণ করায় এ নিয়ে চলছে আলোচনা- সমালোচনা।

বিএনপি সমর্থিত প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে অ্যাড. নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারী পদে কাজী মিজান মেনন, সদস্য পদে মো: সামসুর রহমান, দবির হোসেন, নাজমুন নাহার রিনাও খ: মো: ইব্রাহীম আলী (লাল মিয়া) প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

অপর মিশ্র প্যানেলে ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামায়াত নেতা আল আমিন ইসলাম বকুল, সেক্রেটারী সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, নির্বাহী সদস্য পদে জামায়াত নেতা নুর রহমান, বিএনপি নেতা একেএম আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, মো: নজরুল ইসলাম ও সোহেল রানা।

এ প্যানেলে চারজন জামায়াত সমর্থিত এবং তিনজন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে

ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায়

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের উদ্যোগে যাদবপুর গ্রামে অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পথসভায় জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই। জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আমরা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর রুহুল আমিন পথসভায় আরো বলেন, আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। জামায়াতে ইসলামী নেতারা দলকানা জনপ্রতিনিধি হতে চাইনা। আমরা জনপ্রতিনিধিদের কে জনগণের নিকট জবাবদিহিতার কালচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জামায়াতে ইসলামী করতে কলিজা লাগে। মুরগীর কলিজা নিয়ে জামায়াতে ইসলামী করা যায়না। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের হাজারো আঘাতেও জামায়াতে ইসলামীর কর্মিরা রাজপথে দাড়িয়ে আছে। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাসিঁ, দিয়েও থামানো যায়নি এ দলের জানবাজ কর্মীদের। জুলুম, নিযাতন সহ্য করেই জামায়াত আজ এই অবস্থানে এসেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে আয়োজিত পথ সভায় তিনি আরো বলেন, চালক ভাইয়েরা ২৪ এর গণঅভুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তারা দাড়িপাল্লার পক্ষে ভোট করবেন।

জামায়াতে ইসলামী দেশের শ্রমিক সমাজসহ সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতিক। তিনি বলেন, যারা শ্রমিকদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা শ্রমিকদের উত্তম বন্ধু হতে চাই।

জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা হবে। শমিকদের ন্যায্য ন্যুন্যতম মুজুরি ধায করে দেয়া হবে। আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে উন্নতি দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। টাকা ছাড়াই আপনার সন্তানকে চাকুরির ব্যবস্থা করতে চাই। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক

হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বৈচিত্রময় কৃষি প্রধান জীবননগর এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। সীমান্ত ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে পথসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, জেলা পেশাজীবি পরিষদের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক খলিলুর রহমান, জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা’ ইসরাইল হোসেন, জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি এমদাদুল্লাহ মহসিন জামেন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, সিমান্ত ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহামান, জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম, হায়দার আলী, মিজানুুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, উপজেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি আবু বকর সিদ্দিক।

মেহেরপুরে বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের ২৭টি পরিবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় বারাদী ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল

হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নতুন যোগদানকারীদের হাতে ফুল ও মিষ্টি খাওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে স্বাগত জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের সমাজ গঠনের আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সবসময় জনগণের পাশে আছে। এই যোগদান আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জানান, নির্বাচনের আগে বিএনপিসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীদের জামায়াতে যোগদান রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে বলে জানান।

ঝিনাইদহে জামায়াতের কার্যালয় থেকে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার

ঝিনাইদহের এক ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয় থেকে মজুদ রাখা সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার করেছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা।

গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে সুরাট ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ।

জানাগেছে, গত ১৬ অক্টোবর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রায় ৫হাজার কৃষকের মধ্যে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ বিতরণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সার-বীজ না পাওয়া কৃষকরা জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে সার-বীজের মজুদের খবর পেয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে অভিযান চালায় কৃষি

বিভাগ।

স্থানীয় কৃষক নাসির মন্ডল বলেন, উপজেলা থেকে কৃষকদের জন্য বিতরণকৃত প্রণোদনার সার-বীজ ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে মজুদ করে রাখা হয়। সরকারি তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা সার পাচ্ছে না। এই কার্যালয়ে আরও অনেক সার-বীজ মজুদ ছিল। জামায়াতের নেতারা তাদের পছন্দমতো লোকদের মধ্যে এসব সার বিতরণ করছে কয়েকদিন ধরে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর ই নবী বলেন, শুক্রবার রাতে সংবাদ পেয়ে সুরাট ইউনিয়নের সুরাট বাজারে ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয় থেকে ৫০০ কেজি ডিওপি, ৫০০ কেজি এমওপি, ৮ কেজি সরিষার বীজ ও ১৯ কেজি মসুরের বীজ জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে তালিকায় স্বাক্ষর করে সার-বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে কিভাবে প্রায় ৩০ জন কৃষকের সার-বীজ মজুদ রয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। তার পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর ইকবাল হোসেন বলেন, কৃষকরা এখানে তাদের ভাগের সার-বীজ রেখে গেছে। পরে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।এবিষয়ে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির আলী আজম মোঃ আবু বকর বলেন, কৃষকদের বরাদ্ধ পাওয়া সার ও বীজ একসাথে পাওয়ার কারণে সবাই মিলে নিয়ে এসে জামায়াত অফিসে রেখেছে বন্টন করে নেওয়ার জন্য। এই অভিযান উদ্দেশ্যমূলক এবং অভিযোগ ভিত্তিহিন।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র বিক্ষোভ সমাবেশ ও দোয়া

পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে জেলা জামায়াতে ইসলামীর

আয়োজনে পৌর কমিউনিটি সেন্টার চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির তাজউদ্দিন খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর হাজারো মানুষকে গুম ও হত্যা করে লাশের উপর নাচের যে বিভীষিকাময় দৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা গোটা বিশ্বকে হতবাক করেছিল। এ দেশের মানুষ এমন জঘন্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না। আগামী দিনে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলে মেহেরপুরবাসীসহ সমগ্র দেশের মানুষ নিরাপদ থাকবে।

সমাবেশে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, জেলা ছাত্রশিবির সভাপতি আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি জব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খান জাহান আলী এবং পৌর আমির সোহেল রানা ডলারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

ঝিনাইদহে জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারিসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহ জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমাবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শহরের পুরাতন

ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ জেলা আমীর ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত মনোনিত জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক আলী আজম মো: আবুবকর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রফেসর মতিয়ার রহমান ও ঝিনাইদহ ৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা মো: আবু তালিব। সমাবেশটির সঞ্চালনায় ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও ঝিনাইদহ পৌর মেয়র প্রার্থী আব্দুল আলীম, জেলা সহকারী সেক্রেটারি কাজী ছগীর আহমেদ, জেলা বাইতুল মাল সম্পাদক তাজুল ইসলাম, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মুহাদ্দিস রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর ড. হাবিবুর রহমান, শহর আমীর অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন, হরিনাকুণ্ডু উপজেলার আমীর বাবুল হোসেন, কালীগঞ্জ উপজেলা আমীর আব্দুল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের রামদাসপুরে জামায়াত এমপি প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫টার দিকে রামদাসপুর গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১

আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওঃ জাবেরুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, রামদাসপুর ওয়ার্ড সভাপতি তাছিরুল ইসলামসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

দামুড়হুদায় জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় বিএনপি’র ৯১ জন কর্মী সমর্থক জামায়াতে যোগদানের মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত শুক্রবার কিছু অনলাইন ও পরদিন শনিবার স্থানীয় গণমাধ্যমে “চুয়াডাঙ্গার কাদিপুর গ্রামে বিএনপি নেতা নজির আহমেদ ও নূর ইসলামের নেতৃত্বে ৯১ জনের জামায়াতে যোগদান” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা উপজেলা

বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে জামায়েতের নেতা, কর্মী ও সমর্থক এবং তাদেরকে দিয়েই একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর মধ্যে বিএনপি’র ৯ জনের নাম ব্যবহার করা হযেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি’র সক্রিয় সদস্য এবং দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতেও তারা দায়িত্বশীল ভূমিকায় রয়েছে। দলীয় নীতি ও আদর্শের সঙ্গে তারা সঙ্গতিপূর্ণ বা সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি’র তারা কেউই ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ, গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন থেকে কোনো প্রকৃত নেতা-কর্মী বিচ্যুত হতে পারেন না। তবে যদি কেউ মনে করেন আমি আমার নীতি বা আদর্শ পরিবর্তন করব তাহলে তিনি করতে পারেন, কোন বাধা নেই। ৮/১০ জন জামায়াতের লোক দিয়ে একটা যোগদান নাটক মঞ্চস্ত করিয়ে বিএনপি ও নির্দলীয় সাধারণ মানুষের নাম ব্যবহার করে মিথ্যাচার করা হয়েছে। এ ধরনের মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে জামায়াতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিএনপিকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করার চেষ্টা করছে যা আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করছি।

আমরা সাংবাদিক ভাইদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করার জন্য।

এছাড়া, উপজেলা বিএনপি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, দামুড়হুদা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিএনপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিশীল। জনগণ আজ পরিবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন অনলাইন ও পত্রিকায় যাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল তাদের একজন বাদে সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং তারা দাবি করেন তারা বিএনপি’র রাজনীতির সাথে জড়িত এবং তারা কেউই বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক

কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত সংবাদে বিএনপি’র যে ৯জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে ৮জন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অসুস্থতার জন্য ১ জন উপস্থিত হতে পারেননি। উপস্থিত ৮ জন হলেন সোহরাব হোসেন, মমিন, খাজা, বাদশা, বখতিয়ার, মাহাতাব, কদর ও আশা মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে এ ৮ জনের সকলে বলেন, আমরা সারা জীবন বিএনপি করে আসছি এখনো বিএনপিতেই আছি। আমরা কেউ জামায়াতে যোগদান করিনি। জামায়াত আমাদের জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে।

মেহেরপুরের পাটকেলপোতায় জামায়াতের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের পাটকেল পোতা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫টার দিকে পাটকেল পোতা গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদি ইউনিয়নের আমির মাওলানা আছাদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, পাটকেল পোতা ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন সহ বারাদি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের মানববন্ধন

পিআর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে শহরের জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জামায়াত জেলা শাখা।

এ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানান।

এছাড়া তারা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

মানববন্ধনে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে জেলা শাখার নেতাকর্মীরা অংশ নেন।